টি.টি.এল

সমাজের মূলধারা থেকে পিছিয়ে পড়া শিশুরা স্কাউটিংয়ে

টোকাই নামে আমরা যাদের পরিচিত করি, যাদের আমরা রাস্তায় বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে দেখে থাকি, যারা নিজেদের দৈনিক চাহিদা মিটানোর জন্য রেলওয়ে স্টেশনের কুলি, লঞ্চ ঘাটের শ্রমিক, নগরের পার্কে বাদাম বিক্রেতা, বাস - ট্রাকের হেলপার সে সব পথশিশুদের সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি স্কাউটিং আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত করতে এপিআর টিকেট টু লাইফ (টিটিএল) প্রকল্পের আওয়তায় কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশ স্কাউটস। প্রকল্পের সুবিধাভোগী ছেলেদের ছয়টি (০৬) ও মেয়েদের একটি (০১) মোট সাতটি (০৭) ইউনিট অংশগ্রহণ করেছে এবারের ১০ম বাংলাদেশ ও ৩য় সানসো স্কাউট জাম্বুরীতে। সমাজের মূলধারা থেকে পিছিয়ে পড়া এসব হতদরিদ্র শিশুরারও স্কাউটিংয়ের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে দেশের যোগ্য, আদর্শ ও নেতৃত্বের গুণসম্পন্ন দেশপ্রেমিক নাগরিক হয়ে গড়ে উঠার শিক্ষা লাভ করছে।

এক নজরে জাম্বুরী

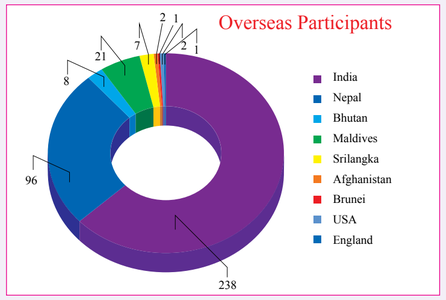

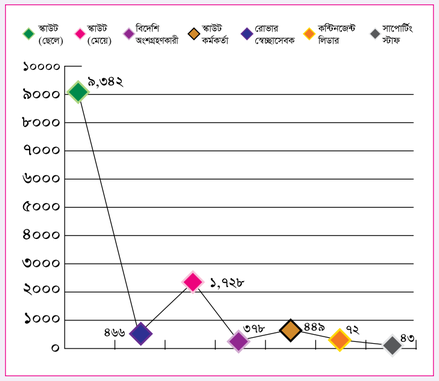

বাংলাদেশ স্কাউটস এর আয়োজনে ৮ মার্চ জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মৌচাক, গাজীপুরে শুরু হয়েছে ১০ম বাংলাদেশ ও ৩য় সানসো স্কাউট জাম্বুরী। সফলভাবে জাম্বুরী বাস্তবায়নের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর নামে মূল এরিনা, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী ও এ এইচ এম কামারুজ্জামান এর নামে ৪টি ভিলেজ ও প্রতিটি ভিলেজে ৩টি করে মোট ১২টি সাবক্যাম্প করা হয়েছে। সাব ক্যাম্পগুলোর নামকরণ করা হয়েছে ১২ জন কবি, সাহিত্যিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নামে, যেমন:- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, মাইকেল মধুসূধন দত্ত, পল্লী কবি জসীম উদদীন, সুফিয়া কামাল, ইমরান নূর, জীবনানন্দ দাশ, মো. মহবুব উজ্জামান, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, হুমায়ুন আহমেদ, সৈয়দ শামসুল হক, শামসুর রাহমান। বাংলাদেশের সকল জেলা ও উপজেলা থেকে ১,০৩৮টি স্কাউট দলের ৯,৩৪২ জন স্কাউট, গার্ল ইন স্কাউট ও স্কাউট লিডার অংশগ্রহণ করেছেন। এর মধ্যে গার্ল-ইন-স্কাউট এর সদস্য ১,৭২৮ জন। এছাড়াও ভারত (২৩৮), নেপাল (৯৬), ভূটান (৮), মালদ্বীপ (২১), শ্রীলংকা (৭), আফগানিস্থান (২), ব্রুনাই দারুস সালাম (১), আমেরিকা (২), ইংল্যান্ড (১) এর ৩৭৬ জনসহ স্কাউট ও কর্মকর্তা এবং বাংলাদেশের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও স্বেচ্ছাসেবকসহ ১১ হাজারের অধিক স্কাউট ও কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করছেন। জাম্বুরী এলাকায় রয়েছে স্কাউট শপ, অ্যাম্বুলেন্স সুবিধাসহ হাসপাতাল, জাম্বুরী টেল, তথ্য কেন্দ্র, অভ্যর্থনা কেন্দ্র, মিডিয়া সেন্টার, নিরাপত্তা টিম। এছাড়াও সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট ভিলেজ, ক্যাফেটেরিয়া এবং অংশগ্রহণকারীদের রাত্রিযাপনের জন্য প্রযোজনীয় তাঁবু।

জন্মদিনের শুভেচ্ছা

আজ তোমার জন্মদিন, জীবন হোক আরো রঙিন

জাম্বুরী চলাকালীন সময়ে যাদের জন্মদিন রয়েছে জাম্বুরী মিডিয়া টিমের পক্ষ থেকে জানাচ্ছি অফুরান শুভ কামনা। শুভ জন্মদিন।
We Wish You Good Luck on Behalf of the Media Team, Whose Birthdays, During Jamboree Period.

HAPPY BIRTHDAY TO YOU

বাংলাদেশ

স্কাউট বিথী দাশ
জন্ম তারিখ: ০৭ মার্চ ২০০৪
ইউনিট: সাভার অবর চন্দ্র সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় স্কাউট গ্রুপ, সাভার

স্কাউট রুকাইয়া নুসরাত
জন্ম তারিখ: ০৮ মার্চ ২০০৪
ইউনিট: নাসির উদ্দিন বিশ্বাস উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় স্কাউট গ্রুপ, আল্লার দরগা, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া

জনাব আখতারুজ জামান খান কবির
জন্ম তারিখ: ০৯ মার্চ
জাতীয় কমিশনার (সংগঠন), বাংলাদেশ স্কাউটস

স্কাউট জাহিদুল ইসলাম
জন্ম তারিখ: ০৯ মার্চ ২০০৬
ইউনিট: রামপুর উচ্চ বিদ্যালয় স্কাউট গ্রুপ, রামপুর, চাঁদপুর

স্কাউটার মাহমুদা সুলতানা
জন্ম তারিখ: ১০ মার্চ ১৯৭০
ইউনিট: কদমতলা পূর্ব বাসাবো স্কুল এন্ড কলেজ গার্ল ইন স্কাউট, ঢাকা

স্কাউট মো: শরীফ হোসেন রবিন
জন্ম তারিখ: ১০ মার্চ ২০০০
ইউনিট: বন্দর কর্তৃপক্ষ উচ্চ বিদ্যালয় স্কাউট গ্রুপ, চট্টগ্রাম

মার্জানা রহমান আদিবা
জন্ম তারিখ: ১০ মার্চ ২০০৫
ইউনিট: ৩নং বাড্ডেট হাজি মহসীন গার্ল ইন, নৌ স্কাউট দল, ঢাকা

অনামিকা কবীর
জন্ম তারিখ: ১০ মার্চ ১৯৯৮
ইউনিট: একাত্তর মুক্ত ওপেন স্কাউট গ্রুপ, ঢাকা মেট্রো

স্কাউটার মো. আরমান হোসেন
জন্ম তারিখ: ১১ মার্চ ১৯৯৩
ইউনিট: আলোর সন্ধানে মুক্ত স্কাউট গ্রুপ, নওগাঁ

স্কাউট নুপুর আক্তার
জন্ম তারিখ: ১১ মার্চ ২০০৫
ইউনিট: চুনকুটিয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় স্কাউট গ্রুপ, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা

স্কাউট মো: শহীদ হোসেন
জন্ম তারিখ: ১২ মার্চ ২০০২
ইউনিট: বুড়িগঙ্গা মুক্ত স্কাউট দল, কমলাপুর, ঢাকা

স্কাউটার মো: শহীদ হাসান
জন্ম তারিখ: ১২ মার্চ ২০০২
ইউনিট: বুড়িগঙ্গা ওপেন স্কাউট গ্রুপ, ঢাকা

স্কাউট নুসরাত জাহান কনিকা
জন্ম তারিখ: ১২ মার্চ ২০০৬
ইউনিট: চাঁদ সুলতানা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় স্কাউটগ্রুপ, কুষ্টিয়া

স্কাউট উম্মুর খায়ের জামান চৈতি
জন্ম তারিখ: ১২ মার্চ ২০০৩
ইউনিট: বুরুজ বাগান উচ্চ বিদ্যালয় গার্ল ইন স্কাউট গ্রুপ, যশোর

স্কাউট আফিফা ইসলাম মিম
জন্ম তারিখ: ১৪ মার্চ ২০০৭
ইউনিট: দৌলতপুর পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় স্কাউট গ্রুপ, দৌলতপুর, মানিকগঞ্জ

স্কাউট সানজিদা ইসলাম
জন্ম তারিখ: ১৪ মার্চ ২০০৪
ইউনিট: সরকারি জাজিরা মোহর আলী মডেল উচ্চ বিদ্যালয় স্কাউট গ্রুপ, শরীয়তপুর

রোভার মো. নাজমুল হাসান
জন্ম তারিখ: ১৫ মার্চ ১৯৯৫
ইউনিট: ভ্যালেফোলিন ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এয়ার রোভার স্কাউট গ্রুপ, সদস্য, মিডিয়া টিম, বাংলাদেশ স্কাউটস

স্কাউট মো: ফরহাদুল ইসলাম
জন্ম তারিখ: ১৫ মার্চ ২০০২
ইউনিট: মরিয়ম আক্তার উচ্চ বিদ্যালয় স্কাউট গ্রুপ, কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম

স্কাউট তাশরিফ তালহা জিহান
জন্ম তারিখ: ১৫ মার্চ ২০০৬
ইউনিট: ক্যান্ট্রিয়ান স্কুল এন্ড কলেজ স্কাউট গ্রুপ, গুলশান, ঢাকা

স্কাউট মো: ফয়সাল বিন ফেরদৌস
জন্ম তারিখ: ১৫ মার্চ ২০০৬
ইউনিট: হাজীগঞ্জ সরকারি মডেল পাইলট হাই স্কুল স্কাউট গ্রুপ, হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর

Nepal

Scout Ankit Bhattarai
B.D.: 9 March 2006
Unit Name: Gems Snt'l Sec. Bor. School,
Country: Nepal

Scout Anushri Bhattarai
B.D.: 9 March 2006
Unit Name: Gems Snt'l Sec. Bor. School
Country: Nepal

Scout Priti Saplcoto
B.D.: 9 March 2006
Unit Name: Gems Snt'l Sec. Bor. School
Country: Nepal

India

Scout Amar Nath Pandey
B.D.: 12 March 1996
Country: India

ভ্রাতৃত্বের বন্ধন

সন্ধ্যে গড়িয়ে তখন রাত হচ্ছে এরই মধ্যে মৌচাক জাম্বুরী

ময়দান হঠাৎ করেই সরগরম হয়ে উঠলো মোটরসাইকেলের গর্জনে। এক দুইটি নয় ১৬ টি মোটর

সাইকেলের শোভাযাত্রা করে ভারত স্কাউটস এন্ড গাইডসের সদস্যরা এসেছেন জাম্বুরীতে। তাদের মধ্যে তিন জন নারীও এসেছেন স্কুটি নিয়ে।

If you need more informataion !!!
Scan me

সম্পাদনা পর্ষদ

উপদেষ্টা
সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার

সম্পাদক
জন্মজয় কুমার দাশ

সম্পাদনা পর্ষদ
মীর মোহাম্মদ ফারুক
মো. মশিউর রহমান
এহসান খান
রতন কুমার বিশ্বাস
রাসেল আহমদ
নুর উদ্দিন

সংবাদ সংগ্রহ ও অক্ষর বিন্যাস
রোভার নাজমুল হাসান
রোভার শেখ হাসান হায়দার শুভ
রোভার মোস্তাক আহমদ
রোভার জে. এম. কামরুজ্জামান
রোভার আতিক মাহমুদ
রোভার এম. এম. আরিফুর রহমান

আলোকচিত্র
সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার
মো. মশিউর রহমান
এহসান খান
জন্মজয় কুমার দাশ
নুর উদ্দিন
রোভার মো. শেখ সাদী
রোভার মনিরুল ইসলাম
রোভার কিশোর কুমার
রোভার মারুফ হাসান ইমন

গ্রাফিক ডিজাইন
মো. রিদওয়ানুর রহমান

প্রকাশনায়
১০ম বাংলাদেশ ও ৩য় সানসো জাম্বুরী প্রচার, প্রকাশনা ও ডকুমেন্টেশন ব্যবস্থাপনা বিভাগ

মুদ্রণ: ডাট নেট লিমিটেড, ৫১/১-এ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

মৌচাকে ১০ম বাংলাদেশ ও ৩য় সানসো জাম্বুরী উদ্বোধন

"স্কাউটিংই পারে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আধুনিক, প্রগতিশীল ও সৃজনশীল করে গড়ে তুলতে"

– মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চিফ স্কাউট মো: আব্দুল হামিদ

মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চীফ স্কাউট মো: আব্দুল হামিদ গাজীপুরের মৌচাক জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১০ম বাংলাদেশ ও ৩য় সানসো স্কাউট জাম্বুরী'র আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। ৮ মার্চ জাম্বুরী শুরু হলেও রোববার (১০ মার্চ) বিকেল সাড়ে ৪টায় জাম্বুরীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। আগামী ১৪ মার্চ সাংস্কৃতিক ও সমাপনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শেষ হবে ১০ম বাংলাদেশ ও ৩য় (সাউথ এশিয়ান এসোসিয়েশন ফর ন্যাশনাল স্কাউট অর্গানাইজেশন) সানসো জাম্বুরী। এই জাম্বুরীতে দেশ-বিদেশের প্রায় ১২ হাজার স্কাউট ছেলে-মেয়ে, স্বেচ্ছাসেবক ও কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করছেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চীফ স্কাউট বলেন, স্কাউট আন্দোলন শিশু-কিশোরদের চারিত্রিক গুণাবলী বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। লেখাপড়ার পাশাপাশি সামাজিক বিভিন্ন কর্মকান্ডে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করার মানসিকতা তৈরিতে স্কাউটিং এর ভূমিকা অনন্য। স্কাউটরা সমাজ সেবামূলক কাজের পাশাপাশি দেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলাসহ আর্তমানবতার সেবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশকে আরো সুন্দর করে গড়ে তুলতে স্কাউটরা রাখতে পারে অগ্রণী ভূমিকা। বিশেষ করে শিশু কিশোর ও যুবদের মাদক, ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা, সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের বিষবাষ্প থেকে নিরাপদ এবং দূরে রাখতে স্কাউটিং ইতিবাচক অবদান রাখতে পারে। কেবল স্কাউটিং-ই পারে ভবিষ্যত প্রজন্মকে আধুনিক, প্রগতিশীল ও সৃজনশীল করে গড়ে তুলতে।

এর আগে রাষ্ট্রপতি ও চীফ স্কাউট জাম্বুরী ময়দানে পৌছলে বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি, প্রধান জাতীয় কমিশনার, সাংগঠনিক কমিটির সভাপতি ও নির্বাহী পরিচালক তাঁকে স্বাগত জানান। পরে তাঁকে জাম্বুরীর স্কার্ফ, ব্যাজ,ওয়াগেল ও টুপি পড়িয়ে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে বয় স্কাউটস অব আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ড্যান ওনবে ও ইংল্যান্ডের ফিলিপ রবার্টকে বাংলাদেশ স্কাউটসের সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড 'রৌপ্য ব্যাঘ্র' প্রদান করেন রাষ্ট্রপতি ও চীফ স্কাউট।

জাম্বুরী উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ও চীফ স্কাউট বিশেষ স্মারক ডাকটিকিট উন্মোচন করেন। বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি আবুল কালাম আজাদ-এর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোজাম্মেল হক খান ও জাম্বুরী সাংগঠনিক কমিটির সভাপতি আখতারুজ জামান খান কবির।

রাষ্ট্রপতি তাঁর বক্তব্যে আরো বলেন, বর্তমান সরকার বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। সরকারের যথোপযুক্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। পেয়েছে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের স্বীকৃতি। উন্নয়নের এই অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে নতুন প্রজন্মকে দক্ষ ও মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। বাংলাদেশের চলমান অগ্রযাত্রায় নেতৃত্ব দানের জন্য আগামী প্রজন্মকে স্কাউটিংয়ের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করতে স্কাউট নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানান। স্কাউট সৃষ্টিকর্তা ও দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করতে এবং সর্বদা অপরকে সাহায্য করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে স্কাউট আন্দোলনে যোগদান করে। সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড যেমন বৃক্ষরোপণ, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণ, জলবায়ু সংক্রান্ত জনসচেতনতা তৈরি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টি, অগ্নিকান্ডের ঘটনা থেকে উদ্ধার কাজসহ বিভিন্ন দুর্যোগে স্কাউটরা সব সময় এগিয়ে আসে। অন্তরে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও দেশপ্রেম নিয়ে দেশকে ভালোবেসে দেশ গড়ার কাজে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়ে বলেন, আগামী দিনে তোমরাই বাংলাদেশের নেতৃত্ব দিবে। তোমরা জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ নির্মাণ করবে, এই জন্য তোমাদের যোগ্য ও দক্ষ হয়ে উঠতে হবে।

রাষ্ট্রপতি ও চীফ স্কাউট এসময় স্কাউটদের অংশগ্রহণে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন এবং তাঁবু এলাকা ঘুরে দেখেন।

১ম সংখ্যা
সমাচার
০৮-১৪ মার্চ ২০১৯ ■ জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক, গাজীপুর

সম্পাদকীয়

জাম্বুরী সমাচার এর দু'টি সংখ্যা প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যার অংশ হিসেবে আজ প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হলো। জাম্বুরীর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি ও আলোকচিত্র এ সংখ্যায় প্রকাশ পেয়েছে। তারপরও কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি বাদ পড়ে থাকে তার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দু:খিত। সর্বোপরি যাঁরা সমাচার প্রকাশের জন্য নিরলসভাবে কাজ করেছেন এবং বিভিন্ন তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

স্কাউট শপ

স্কাউট শপ, যেন এক স্মারক সংগ্রহশালা

স্কাউটিং এর বিভিন্ন ক্যাম্পের স্মারক সংগ্রহ করা যাদের শখ, তাদের জন্য সুখবর। ক্যাম্পের স্মৃতি স্মারক হিসাবে ব্যাজ, ওয়াগল, কোট পিন, চাবির রিং, টি-শার্টসহ বিভিন্ন স্কাউট সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে জাম্বুরীর স্কাউট শপে। জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের এম. মহবুব উজ্জামান ভবনের পূর্ব পাশেই রয়েছে স্কাউট শপ।

স্বেচ্ছাসেবক

স্বেচ্ছায় প্রানান্ত সেবা, স্কার্ফের রং নীল গোলাপী

জাম্বুরীকে সফল, স্মরণিয় ও উপভোগ্য করতে হাসি মুখে প্রয়োজনীয় সেবা দিয়ে যাচ্ছে রোভার স্কাউট স্বেচ্ছাসেবকরা। তাদের নিরলস শ্রমে জাম্বুরীর সকল কার্যক্রম গতিশীল ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

জাম্বুরী টেল

জাম্বুরীতে অতিথিশালা

হৃদয়ের টানে জাম্বুরীতে এসেছেন, কিন্তু চিন্তা করছেন থাকবেন কোথায়? কি খাবেন? কোন চিন্তা নাই। আপনার জন্য রয়েছে জাম্বুরীতে বিশেষ ব্যবস্থা। জাম্বুরীতে আগত অতিথিদের মাথা গোঁজার জন্য রয়েছে "জাম্বুরী টেল" এর ব্যবস্থা। এখানে অভিভাবক, জাম্বুরী দর্শনার্থী, গুল্ড স্কাউট, উডব্যাজ রি-ইউনিয়নে অংশগ্রহণকারী কোন কর্মকর্তা/ইউনিট লিডারের পরিবারের সদস্য জাম্বুরী টেল-এ থাকতে পারবেন। জাম্বুরী টেলে ১০ টি তাঁবুতে থাকার জন্য সু-ব্যবস্থা রয়েছে। সকালের নাস্তা, দুপুর ও রাতের খাবার সাথে পানিসহ জাম্বুরী টেলে থাকতে হলে একজন অতিথিকে দিনপ্রতি গুণতে হবে ৫০০ টাকা।

প্রয়োজনে
০১৮১৩ ০৩৩২২৭

স্বাস্থ্য সেবা

সেবাই যাঁদের ব্রত

১০ম বাংলাদেশ ও ৩য় সানসো স্কাউট জাম্বুরীতে সকল

ধরনের স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে যাচ্ছে জাম্বুরী হাসপাতাল। ডাক্তারের সার্বক্ষনিক উপস্থিতিতে নার্স, কর্মকর্তা এবং স্বেচ্ছাসেবকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পরিচালিত হচ্ছে দিবা-রাত্রি নিরবচ্ছিন্ন এই সেবা কার্যক্রম। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রাথমিক সেবা প্রদানের পাশাপাশি জরুরী অবস্থা মোকাবেলাসহ উন্নত চিকিৎসার প্রয়োজনে রোগী স্থানান্তরের জন্য রয়েছে ২৪ ঘণ্টা এম্বুলেন্স সার্ভিস। জাম্বুরীতে অংশগ্রহণকারীদের সকল অসুস্থতা নিরাময়ের একমাত্র ভরসাস্থল এখন জাম্বুরী হাসপাতাল।

হট লাইন
০১৭৮১১২২৯৮০

নামাজের স্থান

আস্তিকের জন্য স্কাউটিং, নাস্তিকের জন্য নয়

স্কাউটরা সৃষ্টিকর্তর প্রতি দায়িত্ব পালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাই জাম্বুরী এলাকার মেইন এরিনার ঠিক পূর্ব পাশে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়ের সুব্যবস্থা রয়েছে।

নামাজের সময়সূচী

ওয়াক্ত	আযানের সময়	জামায়াত শুরু
ফজর	৫.৩০ মিনিট	৬.০০ মিনিট
জোহর	১.০০ মিনিট	১.৩০ মিনিট
আসর	৪.৩০ মিনিট	৪.৪৫ মিনিট
মাগরিব	৬.১৩ মিনিট	৬.১৫ মিনিট
এশা	৭.৪৫ মিনিট	৮.০০ মিনিট

ফায়ার সার্ভিস

আকস্মিক দূর্যোগ মোকাবেলায় অগ্নিসেনা

ক্যাম্প এলাকায় অসংখ্য স্কাউটদের সমাগম, তাঁবুতে

ক্ষণস্থায়ী ঘর-বসতি, কিছুদিনের সংসার। যেকোন সময় যেকোন কারণেই ঘটতে পারে যেকোন ধরনের দূর্ঘটনা। তাৎক্ষনিক দূর্ঘটনা ও দূর্বিপাক মোকাবেলার লক্ষ্যে জাম্বুরী এলাকায় ফায়ার সার্ভিসের একদল চৌকস অগ্নীনির্বাপণ কর্মী সর্বদা নিয়োজিত রয়েছেন। তারা সারাদিন টু-হুইলার বাইক নিয়ে ক্যাম্প এলাকা টহল দিয়ে যাচ্ছেন। এছাড়াও জরুরী অবস্থায় প্রতিরোধ ও প্রতিকারমূলক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে একটি ফায়ার রেসকিউ কার এবং একটি অ্যাম্বুল্যান্সের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

জরুরী প্রয়োজনে
০১৭২৫৫৫০০০০

গার্ল-ইন-স্কাউটিং এর রজতজয়ন্তী উদযাপিত

জাম্বুরী মাঠে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এরিনায় বাংলাদেশ স্কাউটস এর গার্ল-ইন-স্কাউটিং বিভাগের উদ্যোগে বাংলাদেশে গার্ল-ইন-স্কাউটিংয়ের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে এক বর্ণাঢ্য আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়। আয়োজনের প্রতিপাদ্য- 'প্রচেষ্টার পঁচিশ, ১৯৯৪-২০১৯'। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাজীপুর-৫ আসনের সংসদ সদস্য *মেহের আফরোজ চুমকি*। বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার (গার্ল-ইন-স্কাউটিং) ও তথ্য কমিশনের কমিশনার সুরাইয়া বেগম এন.ডি.সি'র সভাপতিত্বে প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্ব বাংলাদেশ স্কাউটস এর সহ সভাপতি মো: হাবিবুল আলম বীরপ্রতীক, বিশেষ স্কাউট ব্যক্তিত্ব বাংলাদেশ স্কাউটস এর গার্ল-ইন-স্কাউটিং বিষয়ক জাতীয় কমিটির সভাপতি প্রফেসর নাজমা শামস ও বয় স্কাউটস অফ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ড্যান ওনবে বক্তব্য রাখেন।

স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা রবার্ট স্টিফেনশন স্মিথ লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল অফ গিলওয়েল ২০ জন সদস্য নিয়ে ১৯০৭ সালে স্কাউট আন্দোলন শুরু করার পরে মেয়েদের চাহিদার কথা বিবেচনা করে তাঁর বোন এ্যাগনেস ব্যাডেন পাওয়েল মেয়েদের জন্য গার্ল গাইড আন্দোলন শুরু করেন। এরপর বি.পি'র স্ত্রী অলিভ লেডী ব্যাডেন পাওয়েল গাইড আন্দোলনকে ফলপ্রসূ করে তোলেন। পরে স্কাউটিংয়ের গতিশীল প্রোগ্রাম ও ট্রেনিংয়ে মেয়েদের অন্তর্ভুক্তি সময়ের দাবী হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৯০ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত ৩২তম ওয়ার্ল্ড স্কাউট কনফারেন্সে স্কাউটিং এ মেয়েদের অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৯১ সাল থেকেই বিশ্বের বহু মুসলিম দেশসহ ৭৮টি দেশে গার্ল-ইন-স্কাউটিং প্রচলিত আছে। ১৯৯৪ সালে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কাউন্সিলের ২১তম সভায় বাংলাদেশ স্কাউটসের গঠন ও নিয়ম এর সংশোধনীর মাধ্যমে গার্ল-ইন-স্কাউটিং আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করেন। ১৯৭২ সালে ৫৬ হাজার ৩শত ২৫ জন সদস্য নিয়ে বাংলাদেশ স্কাউটস তার যাত্রা শুরু করেছিল। বর্তমানে বাংলাদেশের স্কাউট সদস্য সংখ্যা প্রায় ১৭ লক্ষ, যার মধ্যে গার্ল ইন-স্কাউটিং এর সদস্য সংখ্যা প্রায় সোয়া দুই লক্ষ।

ভেঞ্চার ১
ভোরের পাখি

পাখি সব করে রব রাতি পোহাইলো...

কাক ডাকা ভোরে তরুণপ্রাণ স্কাউটদের কলরবে জেগে উঠেছে শিশির ভেজা সবুজ প্রান্তর।

ঘড়ির কাঁটায় তখন ভোর সাড়ে পাঁচটা। ঘুমের আঁড়মোড়া ভেঙ্গে কেউ কেডসের ফিতা বাঁধছে, কেউবা শারিরিক কসরতের উপযোগী পোশাক পরছে। জাম্বুরী চলাকালীন সময়ে প্রতিদিন নির্ধারিত সময়ে বিপি'র ছয়টি পি-টি, এ্যারোবিক্স এবং ইয়োগায় নিয়মিত অংশ নিয়ে সুস্থ্য সবল ও আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে একটি সুন্দর দিন শুরু করার অনুপ্রেরণা পাচ্ছে।

ভেঞ্চার ২
তাঁবু কলা

গুছিয়ে রাখি নিজের আবাস

স্কাউট ক্যাম্প মানেই তাঁবুতে রাত্রি যাপন করা। তাঁবু জীবন আনন্দময় ও আরামদায়ক করতে পুরো ক্যাম্প সময়টা সারাদিনের বিভিন্ন কার্যক্রম শেষ করে স্কাউটরা আবার ফিরে আসে তাঁবুতে। এই অস্থায়ী আবাসে থাকার দিনগুলো আরো আনন্দঘন করতে তাঁবু এলাকা সাজিয়ে গুছিয়ে রাখে স্কাউটরা। জাম্বুরীর এই সাতদিনের সংসারে স্কাউটরা নিজের ঘর নিজের মত করে সাজায়। তাঁবু ও তার আশপাশ গাছের ডাল-পালা, বাঁশ ইত্যাদি প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে তারা নিজের মনের মত করে সাজিয়ে তোলে। প্রতিদিন সকালে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, টার্ণ আপ, উপস্থিতি, পোশাক, স্মার্টনেস, দলীয় শৃঙ্খলা ইত্যাদি বিষয়ে পরিদর্শনকারীরা মূল্যায়ণ করেন। মূল্যায়ন শেষে প্রতিদিন পতাকা উত্তোলনের সময় সাব-ক্যাম্প ভিত্তিক সেরাদের দেয়া হয় গৌরব পতাকা।

নিরাপত্তা

অতন্দ্র প্রহরী

জাম্বুরী নামের এই মিলন মেলায় প্রায় এগার হাজার স্কাউটের নিরাপত্তা প্রদানের দায়িত্ব নিয়েছেন সৈয়দ রফিক আহমেদের নেতৃত্বে একটি টিম। দিবা রাত্রি সকল সময় কি নিরাপদ আমাদের স্কাউটরা? হ্যাঁ! অবশ্যই তারা নিরাপদ। তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করছে চৌকস ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত রোভার স্কাউটরা। যারা অতন্দ্র প্রহরী হয়ে এই নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে।

খাদ্য ব্যবস্থাপনা

যদি অষ্টব্যাঞ্জনের স্বাদ নিতে চান

কেন্দ্রীয় ক্যাফেটেরিয়ার খাওয়ার জন্য ঢুকতেই কানে ভেসে আসে রবীন্দ্র সংগীতের সুর। এ যেনো একসাথে গান শোনা আর খাওয়ার এক রাজকীয় আয়োজন! জাম্বুরীতে অংশগ্রহণকারী স্কাউটেরা তো নিজেরা রান্না করেই খাচ্ছে। কিন্তু স্বেচ্ছাসেবক আর কর্মকর্তারা কোথায় খাবেন? তাদের জন্যই কেন্দ্রীয়ভাবে খাবারের ব্যবস্থা করেছেন ক্যাম্প কর্তৃপক্ষ। আর এই পুরো আয়োজন তত্বাবধান করছেন মো. জামাল উদ্দিন শিকদারের নেতৃত্বে ৩৮ জন কর্মকর্তা ও ৩৮ জন স্বেচ্ছাসেবকের সমন্বয়ে গঠিত কেন্দ্রীয় খাদ্য ব্যবস্থাপনা টিম। নিরামিষভোজী বিদেশী বন্ধুদের সুবিধার্থে প্রথবারের মতো করা হয়েছে আলাদা নিরামিষ ক্যাফেটেরিয়া। প্রতিদিন রকমারি খাবার আর সেবার মানসিকতা নিয়ে খাদ্য ব্যবস্থাপনা টিম জাম্বুরীর অতিথি, কর্মকর্তা ও স্বেচ্ছাসেবকদের সেবা দিয়ে যাচ্ছে।

জাম্বুরী বাজার

স্বাদ ও সাধ্যের সমন্বয়

খেতে হবে, কিন্তু রান্ন না হলে কি খাওয়া হবে? আর রান্নার জন্য আগেই সেরে নিতে হবে প্রয়োজনীয় রসদ কেনার কাজটুকু। সেজন্য যেতে হবে বাজারে। ভয় নেই, নতুন জায়াগায় বাজার খুঁজতে যেতে হবে না বহুদূর। স্থানীয় বাজার কমিটির সহায়তায় জাম্বুরী এলাকায় পাশেই বসছে একটি বাজার। যেখান থেকে মাছ, মাংস, শাকসবজি থেকে শুরু করে পাওয়া যাচ্ছে রান্নার প্রয়োজনীয় সব সামগ্রী। এমনকি লাকড়ির ব্যবস্থাও রয়েছে। পণ্যের মান ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে বাজার মনিটরিং করা হচ্ছে নিয়মিত।